

### আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি ছিল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা, ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও ৩৪ জনের বিরুদ্ধে আনে।

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে মামলাটি দায়ের করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যদেরকে পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে ভারতের সাথে ষড়যন্ত্রে জড়িত করে। মামলাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য বনাম বলা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যরা কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) নামে পরিচিত, কারণ মূল ষড়যন্ত্রটি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে শেখ মুজিবের সহযোগীরা ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জনগণের দাবিতে পরিণত হয়।

এদিকে সেনাবাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের প্রতিবাদে কয়েকজন বাঙালি অফিসার ও সৈনিক সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হচ্ছিল। কিন্তু বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স দ্বারা উন্মোচিত হয়। পাকিস্তানে ১৫০০ বাঙ্গালীকে গ্রেফতার করা হয়।

এই ষড়যন্ত্রের প্রধান আসামি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসানো হয়। বঙ্গবন্ধু তখন জেলে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সরকার অভিযোগ গঠন করে যে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে একটি গোপন বৈঠকের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৈঠকে ভারত সরকারের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়। এ কারণেই এটি আগরতলা মামলা নামে পরিচিতি পায়। কিন্তু সরকারীভাবে মামলাটিকে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও গং' নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৯ মে বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও তাকে আবার জেল গেটে সামরিক আইনে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মামলায় ৩৫ জনকে আসামি করা হয়

বিচার চলাকালে পাকিস্তানের উভয় শাখায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি আদায়ে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রমেই ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভায় আমন্ত্রিত অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সভায় যোগদানের পথ প্রশস্ত করার জন্য সরকার তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু মওলানা ভাসানীসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। গণআন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল আসামিকে মুক্তি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে মহা গণসংবর্ধনা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে ন্যস্ত করা হয় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি।

এই মামলাটি বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে উদ্দেশ্য আইয়ুব সরকারকে মামলা দায়ের করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা সফল হয়নি; বরং এটি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বুমেরাং হিসেবে কাজ করেছে। এই পর্যায়ে জননেতা মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন; এবং বাঙালির স্বার্থ ও স্বায়ত্তশাসনের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের একজন অতুলনীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃত।